দৈনিক সংবাদ

তারিখ 27 JUN 1986
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

033

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট সদস্য নির্বাচনে জালিয়াতি প্রসঙ্গে

আমরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৫-৮৬ বর্ষের জন্য তালিকাভুক্ত রেজিষ্টার্ড গ্রেজুয়েট। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত রেজিষ্টার্ড গ্রেজুয়েটদের তালিকানুযায়ী আমাদের রেজিষ্ট্রেশন নং—

(১) মোঃ ফরিদ উদ্দিন রেজিষ্ট্রেশন নং-২২৭৩
(২) মোঃ ইলিয়াছুর রহমান ,, -২৫০৩
(৩) অলক দাশগুপ্ত ,, -৯৮৭
(৪) আবদুল আউয়াল চৌধুরী ,, -৩২৯

তালিকাভুক্ত সর্বমোট ৮২৭৫ জন রেজিষ্টার্ড গ্রেজুয়েটদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্যগণ।

আমরা যথারীতি নাম তালিকাভুক্তির জন্য নির্ধারিত ফরম পূরণ করে সরল বিশ্বাসে যাদের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেয়ার জন্য পাঠাই তারা বিশ্বাস ভংগ করে আমাদের জমা দেওয়া (সহি-সহ) ফরম পরিবর্তন করে তাদের ঠিকানায় (প্রযত্নে) তা কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেন। আমরা সবাই স্ব স্ব কর্মক্ষেত্র সম্মানজনক স্থানে অধিষ্ঠিত এবং আমাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব ঠিকানা রয়েছে (যা আমাদের পূরণ করা ফরমে লিপিবদ্ধ করা ছিল) অথচ যারা আমাদের ঠিকানা পরিবর্তন করেছেন তারা কি করে ভাবলেন যে, আমরা তাদের ঠিকানায় পরিচিত হতে আগ্রহী ? কার্যতঃ দেখা গেছে, ব্যালট ছিনতাই করার হীন উদ্দেশ্য নিয়েই এ পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। তাদের এধরনের শঠতাপূর্ণ আচরণ ও বিশ্বাস ভংগ আমাদের যুগপৎ বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ করেছে কেননা তারা সকলেই উচচ শিক্ষিত এবং সচেতন নাগরিক, তাদের কাছ থেকে এধরনের আচরণ সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত।

এ ব্যাপারে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আমাদের জিজ্ঞাসা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি তাদের দায়িত্ব এড়াতে পারবেন ? আমরা এ নির্বাচন বাতিল করে পুনরায় নাম-ঠিকানা সংশোধনা সংযোজনের জন্য পত্রিকা মারফত নির্দিষ্ট সময়সীমা দিয়ে রেজিষ্টার্ড গ্রেজুয়েটদের তালিকা পুনঃ প্রকাশের এবং তারই ভিত্তিতে নির্বাচনের নতুন তফসিল ঘোষণা করার দাবী জানাচ্ছি। আমাদের নামে যেসব ফরম জমা দেয়া হয়েছে সে ব্যাপারে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করছি যে, তা আমাদের পূরণকৃত ফরম নয়।

তাই প্রকাশিত ভুয়া তথ্যসম্বলিত তালিকার ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচন সত্যিকার নির্বাচন হতে পারে না। এ নির্বাচন কারচুপি ও জালিয়াতির নির্বাচন। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে যদি এ ধরনের ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটতে থাকে তাহলে জাতির মূল্যবোধ বলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি কোন বিহিত ব্যবস্থা না করেন তাহলে আমাদের মনে করার সঙ্গত কারণ থাকবে যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এসব জালিয়াতির অন্যতম সহযোগী। শুধু নির্বাচন বাতিল নয়, যারা এধরনের জঘন্য কাজে লিপ্ত রয়েছে তাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রদত্ত ডিগ্রী বাতিল করা হোক, যাতে শিক্ষিত সমাজের কাছে তা একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। আমাদের আংশকা যে, প্রকাশিত তালিকার ৮০ থেকে ৯০% রেজিষ্টার্ড গ্রেজুয়েটদের ঠিকানা আমাদের মতই ভুয়া। তাই তালিকাভুক্ত রেজিষ্টার্ড গ্রেজুয়েটদের সকলকে এব্যাপারে সোচচার হওয়ার অনুরোধ করছি। আসুন, আমরা নৈতিক মূল্যবোধের এ অবক্ষয়রোধে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হই।

—মোঃ ফরিদউদ্দিন,
মোঃ ইলিয়াছুর রহমান চৌধুরী,
অলক দাশগুপ্ত, আবদুল আউয়াল চৌধুরী, রূপালী ব্যাংক,
আঞ্চলিক কার্যালয়, 'ক', ৩২০,
লালদিঘীর পূর্ব পাড়, চট্টগ্রাম।